রক্ত-জবা-সম-চক্ষু কাল মণি ঘেরা।
তার মধ্যে জ্যোতিঃ যেন আকাশের তারা।।
ঠাকুরের আগে আগে হীরামন ধায়।
ঠিক যেন বীরভদ্র যায় দক্ষালয়।।
ঠাকুরের পিছে চারিখানা খোল বাজে।
অষ্ট জোড়া করতাল বাজে তার মাঝে।।
পশ্চিম দিকেতে প্রভু করেছে গমন।
মুখপদ্মে ঝলসিছে সূর্য্যের কিরণ।।
রক্তবর্ণ চক্ষু লাল ফণি-মণি ঘেরা।
ভুরুধনু মণি বক্ষে দিতেছে পাহারা।।
ভালে ফোঁটা শশীচ্ছটা হ'য়েছে সংযোগ।
তাহাতে ঘটেছে যেন পুষ্পবন্ত যোগ।।
দূর হ'তে সাহেব করেছে দরশন।
রামতনু অগ্রে গেল সাহেব সদন।।
সাহেব জিজ্ঞাসা করে রামতনু ঠাঁই।
'ঘোর শব্দ ভীমমূর্ত্তি কি দেখিতে পাই।।
বাজে খোল করতাল হুহুঙ্কার রোল।
এত লোক কোথা হ'তে আসিল সকল?'
রামতনু বিশ্বাস কহিছে সাহেবেরে।
'ইচ্ছা করিলেন যে ঠাকুরে দেখিবারে।।
সেই প্রভু এসেছেন ল'য়ে ভক্তগণ।
মহাসংকীর্ত্তন যেন ভীষণ গর্জ্জন।।
সাহেব কহিছে 'তনু! এত ভক্ত যাঁর।
সামান্য মনুষ্য নহে বুঝিলাম সার।।
রাজা রামরত্ন রায় আমি কর্মচারী।
এত লোক একত্রিত করিতে না পারি।।
যদি একত্রিত হয় রাজদণ্ড ভয়।
হেতু বিনা এত লোক ভীড় কেন হয়।।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে দেখি চা'র-পাঁচ শত।
হেলে দুলে নাচে গায় যেন মদ-মত্ত।।
লোকে অসম্ভব এই অলৌকিক কার্য্য।
ক্ষণজন্মা লোক ইনি করিলাম ধার্য্য।।
সাহেবের মাতা ছিল খট্টায় শয়ন।
ডিক্ কহে 'মাদার! করহ দরশন।।
দেখ মা ঠাকুর এল কামরা বাহিরে।'
মতুয়ারা উপস্থিত কুঠির উপরে।।
বিশ্বনাথ দরবেশ প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
ধরণী পতিত হয় নাচিয়ে নাচিয়ে।।
দাঁড়াইয়া কামরার দরজা সম্মুখে।
সাহেবের মাতা পুত্র ম'তো'দিগে দেখে।।
সাহেবের মাতা য'বে করে দরশন।
এমন সময় ক্ষান্ত করিল কীর্ত্তন।।
একে একে সাহেব করিয়া দরশন।
বলে 'তনু! কহ তো ঠাকুর কোন জন?
সাহেবের মাতা বলে 'শুন বাছা ডিক্।
ঠাকুরে দেখিয়া কি করিতে নার ঠিক।।
আজানুলম্বিত ভুজ চৌরাশ কপাল।
উর্দ্ধরেখা করে' চক্ষু কর্ণায়ত লাল।।
চুল ছেড়ে দাঁড়িয়েছে ঠাকুর ঐ জন।
স্বভাবতঃ রূপ যেন ভুবন মোহন।।
ভাল মত ঠাকুরকে দেখ হ'য়ে স্থির।
দেখেছ 'কাঙ্গালী মাকে' এই তাঁর পীর।।
মনুষ্যের শরীরে কি এত হয় জ্যোতিঃ।
পবিত্র চরিত্র যেন ঈশ্বর মূরতি।।
আমাদের অধিকারে হেন লোক আছে।
এ ঠাকুরে দেখিলে মনের দুঃখ ঘুচে।।
সাহেব কহিছে 'তনু! ঠাকুরকে আন।
নিকটে আসুন উনি দূরে র'ন কেন।।
মাদার চিনেছে ভাব ভঙ্গিতে নিশ্চিতে।
আমিও ঠাকুরে চিনে লই ভাল মতে।।'
ঠাকুর বুঝিয়া সাহেবের অভিপ্রায়।
আগু হ'য়ে সাহেবের নিকটে দাঁড়ায়।।
সাহেবের মাতা দেখে হ'য়ে অনিমিখ।
সাহেবেরে বলে 'তোম্ দেখ দেখ ডিক্।।